

World Heritage The Sundarbans

The Sundarbans (the beautiful forest or forest of Sundari trees) is the largest single block of tidal halophytic mangrove forest in the world. It got inscribed as a "UNESCO World Heritage Site" in 1997 and was designated a "Ramsar Site" in 1992.

The Sundarbans is a cluster of islands forming the largest block of littoral forest, located in the southwest corner of Bangladesh. It lies on the Ganges - Brahmaputra Delta at the point where it merges with the Bay of Bengal. The forest lies a little south to the Tropic of Cancer between the latitudes 21° 30' N and 22° 30' N, and longitudes 89° 00' E and 89° 55' E.

The Sundarbans was originally measured (about 200 years ago) to be about of 16,700 sq km. Now it has dwindled to about 1/3 of the original size. Because of the partition of India, Bangladesh received about 2/3 of the forest ; the rest is on the Indian side. It is now estimated to be about 4,110 sq km, of which about 1,700 sq km is occupied by waterbodies. The Sundarbans is bounded in the north by Bagerhat, Khulna and Satkhira districts, in the south by the Bay of Bengal, in the east by Baleswar (or Haringhata) river of Perojpur district and in the west by Raimangal and Hariabhanga rivers which partially form Bangladesh boundary with West Bengal, India.

The climate in the Sundarbans is moderate. Air is humid. Full monsoon is from June to September. The average annual maximum and minimum temperature vary between 30° C and 21° C. The annual rainfall is in the range of 1640 to 2000 mm. During ebb-tide the forest becomes bare by 6-7 feet and at high tide the entire territory of the forest floats on water.

The flora of the Sundarbans is largely of mangrove type. More than 334 species of trees, plants and shrubs grow in this forest. Most trees have pneumatophores for aerial respiration. The prominent species is Sundari and the others include Gewa, Keora, Goran, Golpata, Passur etc.

The Sundarbans also hosts a large variety of animals. Within the forest habitats there are about 50 species of mammals, about 320 species of inland and migratory birds, about 50 species of reptiles, 8 species of amphibians and about 400 species of fish. It is also a centre of economic activities, such as extraction of timber, fishing and collection of honey.

Thousands of meandering streams, creeks, rivers and estuaries have enhanced its charms. Sundarbans is the natural habitat of the world famous and ruthless, yet majestic and graceful Royal Bengal Tiger, spotted deer, crocodiles, jungle fowl, wild boar, lizards, rhesus monkey, pythons and an innumerable variety of beautiful birds. Migratory flock of Siberian ducks flying over thousands of sail boats loaded with timber, golpata, honey, shell and fish add to the serene natural beauty of the Sundarbans. With the approach of the evening herds of deer make for the drinking glades, where boisterous monkeys shower keora leaves from above for sumptuous meal for the deer. For the botanist, the lover of nature, the poet and the painter this land provides a variety of wonders for which they all crave.

The Sundarbans has been recognised globally for its importance as reservoir of biodiversity. It is an abundant natural resource for a number of leisure, travel and research activities. With its array of trees and wildlife the forest is a showpiece of natural history. A visit to Bangladesh would remain incomplete if the Sundarbans did not appear in the Itinerary. The noteworthy beauty spots of the Sundarbans are Katka, Hironpoint, Kachikhali, Dublar Char (Island), Tin Kona Island etc.

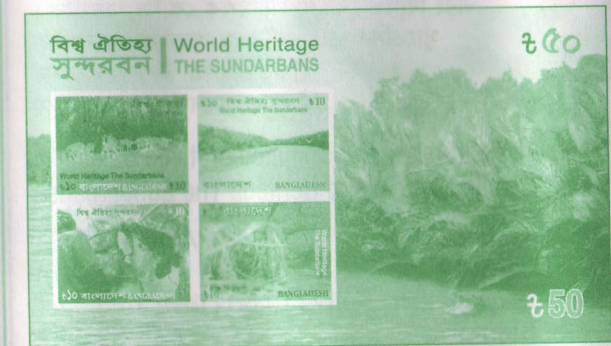
Bangladesh Post Office releases these Commemorative Postage Stamps and Souvenir sheets to present a showpiece of natural history and a world heritage site to the world community in a graceful fashion and the post will continue its efforts to issue stamps on the Sundarbans in future.

Printed at The Postal Printing Press, Tejgaon, Dhaka-1208.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাংলাদেশ ডাক বিভাগ



Release of commemorative
Postage Stamps
and Souvenir Sheets
on
World Heritage The Sundarbans

বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন

“বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন” এর উপর প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকেট ও স্যুভেনির শীটের বৈশিষ্ট্য

| | | |
|---------------------------|---|--|
| প্রকাশের তারিখ | : | ৫ বৈশাখ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ |
| টিকেটের সংখ্যা | : | ৪ (চার) টি |
| টিকেটের মূল্যমান | : | টঃ ১০.০০ (দশ টাকা) প্রতিটি |
| টিকেটের আকার | : | ৪২ X ৩২ মি. মি. |
| প্রতি শীটে টিকেটের সংখ্যা | : | ১০০ টি (২৫ সেট) |
| টিকেটের ছিদ্রক দূরত্ব | : | ১২.৫ |
| স্যুভেনির শীটের প্রকার | : | ছিদ্রযুক্ত ও ছিদ্রবিহীন |
| স্যুভেনির শীটের মূল্যমান | : | টঃ ৫০.০০ (পঞ্চাশ টাকা) |
| স্যুভেনির শীটের আকার | : | ১৬৮ X ৯৫ মি. মি. |
| রং | : | বহুরং বিশিষ্ট |
| মুদ্রণ প্রক্রিয়া | : | অফসেট |
| নকশাবিদ | : | স্মারক ডাকটিকেট-আনোয়ার হোসেন এবং বিপিও (নকশা পরামর্শক কে.জি. মুস্তাফা) |
| মুদ্রাকর | : | স্যুভেনির শীট-এ টি এম আনোয়ারুল কাদির দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ, গাজীপুর |

Salient Features of the Commemorative Postage Stamps Issued on “World Heritage The Sundarbans”

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Date of Issue | : | 18 April 2008 AD |
| No. of Stamps | : | 4 (four) |
| Denomination of Stamps: | : | Tk. 10.00 (Taka Ten) each |
| Size of Stamps | : | 42 x 32 mm. |
| No. of stamps in each sheet | : | 100 (25 sets) |
| Perforation of Stamps | : | 12.5 |
| Types of Souvenir sheet: | : | With perforation and without perforation |
| Value of Souvenir sheets | : | Tk. 50.00 (Taka fifty) |
| Size of Souvenir sheets | : | 168 x 95 mm. |
| Colour | : | Multicolour |
| Process of Printing | : | Offset |
| Designer | : | Stamps-Anowar Hossain & BPO (Design adviser K. G. Mustafa) |
| Printer | : | Souvenir sheet-A T M Anowarul Quadir The Security Printing Corporation (Bangladesh) Ltd. Gazipur |

বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন

বাংলাদেশের সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম অখণ্ডিত জোয়ারধৌত ম্যানগ্রোভ বনভূমি। এই প্রাকৃতিক বনাঞ্চল ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে “রামসার অঞ্চল” এবং ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে “ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান” হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছে।

অসংখ্য ছোট-বড় দ্বীপ ও চরের সমন্বয়ে গঠিত সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম উপকূলবর্তী বনভূমি। এ বনাঞ্চল বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ এলাকায় বঙ্গোপসাগরের উপকূল ঘেষে বিস্তৃত। কর্কটক্রান্তির সামান্য দক্ষিণে ২১° ৩০' ও ২২° ৩০' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯° ০০' ও ৮৯° ৫৫' পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যবর্তী স্থানে এ বনভূমি অবস্থিত।

আজ থেকে ২০০ বছর পূর্বেও মূল সুন্দরবনের আয়তন ছিল প্রায় ১৬,৭০০ বর্গ কিলোমিটার। বর্তমানে বনাঞ্চলের আয়তন সংকুচিত হয়ে প্রকৃত আয়তনের এক-তৃতীয়াংশে পৌঁছেছে। বৃটিশ ভারত বিভাগের পর বনভূমির দুই-তৃতীয়াংশ পড়েছে বাংলাদেশ অংশে এবং বাকিটা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পড়েছে। বনভূমির বর্তমান আয়তন প্রায় ৪,১১০ বর্গ কিলোমিটার, এর প্রায় ১,৭০০ বর্গ কিলোমিটার জলাভূমি। বাংলাদেশের এই উপকূলীয় বনাঞ্চলের উত্তরে বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে পিরোজপুর জেলার বালেশ্বর (বা হরিণঘাটা) নদী, পশ্চিমে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত হিসেবে চিহ্নিত রায়মঙ্গল ও হাড়িয়াভাঙ্গা নদী।

সুন্দরবনের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, বাতাস আদ্র। পরিপূর্ণ মৌসুমী বায়ু জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিস্তৃত। বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩০° সে. থেকে ২১° সে. এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১,৬৪০ - ২,০০০ মি.মি.। ভাটার সময় নদীর পানি কমে গিয়ে বনভূমির ৬-৭ ফুট পর্যন্ত জলমুক্ত হয় এবং জোয়ারের সময় সমগ্র বনাঞ্চল পানিতে ভেসে যায়।

সুন্দরবনের গাছপালার অধিকাংশই ম্যানগ্রোভ ধরনের। এ বনে রয়েছে ৩৩৪ প্রজাতির অধিক বৃক্ষ, লতাগুলা, ঘাস, পরগাছা এবং আরোহী উদ্ভিদসহ নানা ধরনের উদ্ভিদ। অধিকাংশ বৃক্ষের রয়েছে উর্ধ্বমুখী শ্বাসমূল। এ বনের প্রধান বৃক্ষ সুন্দরী। এ ছাড়া রয়েছে গেওয়া, কেওড়া, গড়ান, গোলপাতা, পশুর ইত্যাদি।

সুন্দরবনে বাস করে বহু প্রজাতির প্রাণী। এ বনে রয়েছে প্রায় ৫০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, প্রায় ৩২০ প্রজাতির আবাসিক ও পরিযায়ী পাখি, প্রায় ৫০ প্রজাতির সরীসৃপ, ৮ প্রজাতির উভচর এবং প্রায় ৪০০ প্রজাতির মাছ। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হিসেবেও এ বন বিবেচিত; এখান থেকে সংগৃহীত হয় নানা কাজে ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন প্রকার গাছের কাঠ, আহরিত হয় প্রচুর মাছ, মধু ও মোম।

সমগ্র সুন্দরবনে রয়েছে অসংখ্য আঁকাবাঁকা খাল, নদী, শাখা নদী, সর্পিল স্রোত, খাঁড়ি এবং মোহনা। এগুলো সুন্দরবনের সৌন্দর্যে এনেছে মোহনীয়তা। বিশ্বখ্যাত ও ভয়াল, নির্মম ও রাজকীয় সৌষ্ঠবে সমুজ্জ্বল রয়েল বেঙ্গল টাইগার, মোহনীয় চিত্রল হরিণ, ভয়ঙ্কর দর্শন কুমির, বনমোরগ, গুঁইসাপ, রেসাস বানর, গিরিগিটি, বিশাল অজগর এবং নানা প্রজাতির পাখির প্রাকৃতিক আবাস সুন্দরবন। গোলপাতা, জ্বালানি ও আসবাবপত্র তৈরীর কাঠ, মধু, মাছ, শামুখ, ঝিনুক ভর্তি অসংখ্য পালতোলা নৌকার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া সুন্দর সাইবেরিয়া থেকে আগত অগণিত পরিযায়ী হাঁস সমগ্র এলাকাটিকে এক অপার সৌন্দর্যচিত্রে পরিণত করে তোলে। সন্ধ্যার পূর্বে ছোরার মতো সূঁচালো অসংখ্য শ্বাসমূলের মধ্যে দিয়ে দল বেঁধে চড়ে বেড়ানো অগণিত চিত্রল হরিণের খাবারের জন্য গাছের উপরে থাকা দুরন্ত বানরের দল কেওড়া পাতা ছিড়ে নিচে ফেলে। একজন উদ্ভিদবিদ, প্রাণীবিদ্যাবিশারদ, প্রকৃতিপ্রেমী, কবি কিংবা একজন চিত্রশিল্পীর জন্য এই সুন্দরবন অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে আমন্ত্রণ জানায় প্রতি মুহূর্তে।

বাংলাদেশের সুন্দরবন জীববৈচিত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ আধার হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। অবকাশ্যাপণ, ভ্রমণ এবং গবেষণা কার্যক্রমের জন্য এখানে রয়েছে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র। গাছপালা এবং বন্যপ্রাণীর অপরূপ বিন্যাসের সৌন্দর্য সুন্দরবনকে প্রাকৃতিক ইতিহাসের এক মনোজ্ঞ বস্তুতে পরিণত করেছে। বাংলাদেশ ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না ভ্রমণ তালিকায় সুন্দরবন না থাকে। এ বনাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান হচ্ছে-কটকা, হিরণপয়েন্ট, কচিখালী, দুবলার চর, তিনকোনা দ্বীপ ইত্যাদি। এসব স্থান প্রকৃতি প্রেমীদের সহজেই আকৃষ্ট করে।

এই অপরূপ জীববৈচিত্রের আধার, বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এই স্মারক ডাকটিকেট এবং স্যুভেনির শীট প্রকাশ করেছে। আগামী দিনে ডাক বিভাগের এ উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।